Bangladesh Form No. 3701

HIGH COURT FORM NO.J (2)

HEADING OF JUDGMENT IN ORIGINAL SUIT/CASE

District- চট্টগ্রাম।

In the court of সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত, পটিয়া, চট্টগ্রাম ।

Present: জনাব মোঃ হাসান জামান**, সিনিয়র সহকারী জজ**

রবিবার the ৩১ day of জুলাই , ২০২২

Other Suit No. ১৪ / ১৯৯৬

জালাল আহমদ গং Plaintiff (s)/ Petitioner(s)

-Versus-

আবদুল ওয়াদুদ গং Defendant (s)/ Opposite Parties

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ,
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত, পটিয়া
চট্টগ্রাম।

This suit/ case coming on for final hearing on ১১/০৬/২০০০ খ্রিঃ, ১৮/০৬/২০০০ খ্রিঃ, ২৮/০৬/২০০০ খ্রিঃ, ০২/০৯/২০০১ খ্রিঃ; ২৫/০৯/২০০১ খ্রিঃ; ১৯/১১/২০০১ খ্রিঃ, ২০/০১/২০০২ খ্রিঃ ; ৩০/০১/২০০২ খ্রিঃ; ১৮/০২/২০০২; ০২/১০/২০০৩ খ্রিঃ; ০৮/১০/২০০৩ খ্রিঃ ; ৩০/১০/২০০৩ খ্রিঃ ; ১৫/০১/২০১৫ খ্রিঃ; ১৩/০১/২০১৬ খ্রিঃ; ২৬/০১/২০১৬ খ্রিঃ; ১০/০১/২০২১ খ্রিঃ।

In presence of

জনাব জিতেন্দ্র লাল দত্ত Advocate for Plaintiff/ petitioner

জনাব বলরাম কান্তি দাশ Advocate for Defendant/ Opposite party

and having stood for consideration on this day, the court delivered the following judgment:-

ইহা স্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কে স্বত্ব সাব্যস্থে বিভাগের ডিক্রির প্রার্থনায় আনীত একটি দেওয়ানী মোকদ্দমা।

১) <u>বাদীপক্ষের মোকদ্দমার বিবরণ সংক্ষেপে এই যে</u>

নালিশী সম্পত্তির মূল মালিক ছিল চিকন বিবি গং। উক্ত সম্পত্তি পটিয়া ১ম মুন্সেফী আদালতের ১২০৮/১৯০৪ নং মোকদ্দমার ডিক্রীজারি ১৮৭৩/১৯০৭ নং মামলায় আমিরজান বিবি নিলাম খরিদ করেন ও দখল প্রাপ্ত হন। উক্ত আমির জান মরনে কন্যা বিবিজান ওয়ারীশ হয়। বিবি জানের স্বামী ছিলেন এয়াকুব আলী। বিবিজান মরনে এক পুত্র ইউসুফ নবী ও তিন কন্যা যথা: জববানু, সোনা বানু ও মল্লিকজান ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে। আমিরজান বিবির নামীয় আর এস ৩৫৬ নং খতিয়ান শুদ্ধ হলেও আর এস ৩৫৯

ও ৩৬০ নং খতিয়ান অশুদ্ধভাবে প্রচারিত হয়। আমিরজান বিবি তার জীবদ্দশায় কোন সম্পত্তি কোর্ফা স্বত্বে প্রজা পত্তন করেননি। কিন্তু উক্ত দুই খতিয়ানে কোর্ফা স্বত্বে আমির আলীর নামে ৪৯৩ দাগে ২৩ শ. এবং ছকিনা বিবি ও মিশ্রি জানের ৪৯৪ দাগে ২১ শতক সম্পত্তি রেকর্ড দেখানো হয়। আর এস খতিয়ান ভুলভাবে প্রচারিত হলেও আমির জানের স্বত্ব দখলে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়নি।

২) বিবি জানের স্বামী এয়াকুব আলী এবং আমির জানের এক ভ্রাতা ছিল যার নামও ছিল এয়াকুব আলী। পি এস খতিয়ানে ভুলক্রমে ইউসুফ আলীর ভ্রাতা হিসাবে নজির আলীর নাম রেকর্ড হয়। এয়াকুব আলীর পুত্র নজির আলী তাহার স্বত্ব ইউসুফ আলী বরাবর প্রদান করায় নজির আলীর আর কোন স্বত্ব ছিল না। তদ্রুপভাবে বি এস জরিপ আমলে নজির আলীর ওয়ারীশের নামে বি এস জরিপ হওয়া ভুল। বিবিজান মরনে তাহার তিনকন্যা ভ্রাতা ইউসুফ নবী বরাবর তাদের স্বত্ব পরিত্যাগ করে। ইউসুফ নবী মরনে তিন পুত্র ১-৩ নং বাদী, চার কন্যা ১০-১২ নং বিবাদী ও ১৩-১৮ নং বিবাদীর মাতা সাইর খাতুন ওয়ারীশ থাকে। ১৯-২৫ নং বিবাদী মুল্লুক জানের ওয়ারীশ এবং ২৬-২৯ নং বিবাদী জববানুর ওয়ারীশ হয়।

৩) ইউসুফ নবী মাতার আমল হতে তফসিলী ভুমি ভোগদখলে ছিলেন। ইউসুফ নবীর অজ্ঞাতে পি এস ও বি এস জরিপ ভুল হয়। ইউসুফ নবীর পরবর্তীতে বাদীগণ নালিশী তফসিলী ভুমির বাড়ি ভিটিতে স্বপরিবারে বসবাস সহ পুকুর ও বাগান ভুমি ভোগদখল করে আসছেন। অপরদিকে নালিশী ভুমিতে বিবাদীদের কোন স্বত্ব নেই। বিবাদীগণ ও তাদের পূর্ববর্তীর নামে খতিয়ান হলেও তদ্বারা বিবাদীগণ কোন স্বত্ব অর্জন করেনি। বিবাদীগণ গত ১০/০৭/১৯৯৬ ইং তারিখে নালিশী সম্পত্তিতে তাদের স্বত্বে বিঘ্ন সৃষ্টির চেষ্টা করলে বাদীপক্ষ স্বত্বের ঘোষনা ও দখল স্থির থাকা সহ বাদীপক্ষ স্বীয় স্বত্বাংশীয় ভুমি চিহ্নিত মতে বিভাগের প্রার্থনায় অত্র মামলা আনয়ন করেছেন।

৪) **১-৪ নং বিবাদী পক্ষ লিখিত জবাব দাখিল পূর্বক মামলায় প্রতিদ্বন্ধিতা করেছেন। উক্ত বিবাদীপক্ষের মোকদ্দমার বিবরণ সংক্ষেপে এই যে,** নালিশী আর এস ৩৫৯ নং খতিয়ানের আর এস ৪৯৩ দাগের ২৩ শতক ভুমির উপরিস্থিত মালিক আমিরজান বিবি হলেও কোর্ফা মূলে স্বত্ববান ছিলেন আমির আলী। আমির আলী মরনে ০২ পুত্র জমির আলী ও আব্দুস সাত্তার এবং কন্যা রহিমজান ওয়ারীশ থাকে। আমির আলীর দুই পুত্রের নামে পি.এস-৩৪৬ নং খতিয়ান হয়। পরবর্তীতে আমির আলীর পুত্র আব্দুল সাত্তার, কন্যা রহিমজান এবং জমির আলীর পুত্র আব্দুল লতিফের নামে বি এস ৫৩ নং খতিয়ান চুড়ান্তভাবে প্রচারিত হয়। আব্দুল লতিফ তার প্রাপ্ত সমুদয় স্বত্বাংশ ৩০/০৪/৭৩ ইং তারিখে চাচা আব্দুল সাত্তার এর নিকট হস্তান্তর করেন। এদিকে রহিম জান নিঃসন্তান মরনে তার স্বত্ব ভ্রাতা আবদুল সাত্তার প্রাপ্ত হয়। এভাবে আবদুল সাত্তার ওয়ারীশ এবং খরিদসূত্রে নালিশী আর এস ৩৫৯ খতিয়ানের ২৩ শতক ভুমি প্রাপ্ত হয়ে বসতগৃহ নির্মানে ভোগদখলে থাকেন। আব্দুল সাত্তার মরনে ০৪ পুত্র ১-৪ নং বিবাদী, কন্যা ফাতেমা খাতুন ও স্ত্রী বিবি জান ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে। নালিশী সম্পত্তিতে ১-৪ নং বিবাদী স্বপরিবারে বসবাসে

শান্তিপূর্ণভাবে ভোগদখলে আছেন। বাদীগণ কখনো উক্ত সম্পত্তিতে স্বত্ব দখল অর্জন করেননি। বাদীগনের পূর্ববর্তী আমিরজান বিবি মরনে কন্যা বিবিজান কোন স্বত্ব প্রাপ্ত হয়নি। তৎকারনে বিবিজানের পুত্র ইউসুফ নবীও এবং ইউসুফ নবীর ওয়ারীশ হিসাবে বাদীগণও আর এস ৪৯৩ দাগে কোন স্বত্ব লাভ করেননি। আমির আলী কোর্ফা স্বত্বে নালিশী আর এস ৪৯৩ দাগের বাড়ি ভিটি ভুমিতে স্বত্ব দখলকার থাকাবস্থায় মরনে তৎপুত্র গনের নামে পি এস এবং পরবর্তী ওয়ারীশদের নামে বি এস খতিয়ান হয়। নালিশী দাগের ভূমিতে বাদীগনের পূর্ববর্তীদের স্বত্ব ও দখল না থাকায় বাদীগন এই মামলায় কোন ডিক্রী পাবার হকদার নহে।

৫) **<u>বাদীপক্ষের মোকদ্দমাকে অস্বীকারপূর্বক ৫-৭ নং বিবাদী পক্ষ লিখিত জবাব দাখিল করেছেন। উক্ত বিবাদীপক্ষের মোকদ্দমার বিবরণ সংক্ষেপে এই যে</u>**, নালিশী আর এস ৩৫৬ নং খতিয়ানের ৪৯৮, ৪৯৯ ও ৫০০ নং দাগে সর্বমোট ৪৪ শতক জমির মূল মালিক ছিলেন আমির জান। আমির জানের জীবিত অবস্থায় **১৯৬১** সনের পূর্বে কন্যা বিবিজান মৃত্যুবরণ করে। ফলে বিবিজান আমিরজানের কাছ থেকে কোন স্বত্ব পায়নি এবং উক্ত কারনে বিবিজানের পুত্র ইউসুফ নবী বা ইউসুফ নবীর পুত্র বর্তমান বাদীগণ মোহাম্মদীয় আইনের বিধানমতে কোন স্বত্ব প্রাপ্ত হয়নি। আমিরজান তৎ ত্যাজ্যবিত্তে একমাত্র ভ্রাতা ইয়াকুব আলীকে ওয়ারীশ রেখে মারা যান। ইয়াকুব আলী পুত্র নজর আলীকে ওয়ারীশ রেখে যান। নজর আলী অত্র ৫-৭ নং বিবাদীগণ ও তিন কন্যা রোকেয়া খাতুন, পাকিজা খাতুন ও মাইমুনা খাতুন ও এক স্ত্রী ভানু খাতুন কে ওয়ারীশ রেখে মারা যান। বর্তমানে এই বিবাদীগণ নিয়মিত খাজনা আদায়ে নালিশী সম্পত্তিতে ভোগদখলে আছেন। নজর আলী ও ইউসুফ নবী ভাই নহে। কিন্তু ইউসুফ নবী তৎ মামা নজর আলীকে ভাই পরিচয় দিয়ে ভুলভাবে পি.এস জরিপ করিয়ে রাখে। ইউসুফ নবীর পিতার নাম ইয়াকুর আলী এবং এই বিবাদীদের পূর্ববর্তী নজর আলীর পিতার নামও ইয়াকুব আলী। ইয়াকুব আলী নামে মিল থাকার সুযোগে বাদীগণ মিথ্যাভাবে ভুল পি.এস খতিয়ান করিলেও তা কার্যকর হয়নি। বাদী কিংবা তৎপূর্ববর্তীরা কখনো নালিশী ভুমি ভোগদখলকার ছিলেন না। উক্ত প্রেক্ষিতে বাদীপক্ষের মামলা খারিজের প্রার্থনা করেন।

৬) বাদীপক্ষ স্বত্ব সাব্যস্তক্রমে দখল স্থিরতর থাকার প্রার্থনায় বিগত ২৫/০৭/১৯৯৬ ইং তারিখে অত্র মামলাটি রুজু করেন। বিগত ৪/১১/২০০৩ ইং তারিখে মামলাটি দোতরফাসূত্রে খারিজ হয়। পরবর্তীতে বাদীপক্ষ উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে অন্য আপীল নং- ৩৭/২০০৪ দায়ের করেন। আপীল আদালত আপীল মঞ্জুরক্রমে মামলাটি পুনরায় নতুনভাবে বিচারের জন্য প্রেরন করেন। আপীল আদালতের পর্যবেক্ষনমতে বাদীপক্ষ আরজি সংশোধনক্রমে ছাহাম প্রার্থনা করেন।

বিচার্য বিষয় সমূহ ঃ

৭) অত্র মোকদ্দমাটি সুষ্ঠু নিষ্পত্তির স্বার্থে আদালত কতৃক নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ বিচার্য বিষয় হিসাবে নির্ধারন করা হলো।

১) অত্র মোকদ্দমা বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলতে পারে কি না?

২) অত্র মোকদ্দমা বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলতে পারে কিনা ?

৩) অত্র মোকদ্দমা তামাদি দ্বারা বারিত কি না?

৪) অত্র মোকদ্দমা পক্ষ দোষে দুষ্ট কি না ?

৫) নালিশী জমিতে বাদী পক্ষের কোন স্বত্ব স্বার্থ আছে কি না ?

৬) বাদীপক্ষ নালিশী সম্পত্তিতে বাটোয়ারার ডিক্রী পেতে হকদার কি না?

৭) বাদীপক্ষ প্রার্থীতমতে ডিক্রি পেতে হকদার কি না?

উপস্থাপিত সাক্ষ্য ঃ

৮) মামলা প্রমাণার্থে বাদীপক্ষ ০২ জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করেছেন। যথা ঃ জালাল আহমদ (P.W.1), আব্দুর রাজ্জাক (P.W.2) ও শুক্কুর আহমেদ (P.W.1(1)) অন্যদিকে, বিবাদীপক্ষ মোট ০৫ জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করেছেন। যথা ঃ আবুল ফয়েজ (D.W.1) ; কবির আহমদ (D.W.2); মুন্সেফ আলী (D.W.3) সিদ্দিক আহমদ (D.W.4)ও আব্দুল হাকিম (D.W.5)

বাদীপক্ষে জালাল আহমদ (P.W.1) ও শুক্কুর আহমেদ (P.W.1(1)) এবং আবুল ফয়েজ (D.W.1) ও মুন্সেফ আলী (D.W.3) জবানবন্দি প্রদান করত যথাক্রমে আরজী ও লিখিত জবাবে উল্লেখিত বক্তব্যকে পরস্পর সমর্থন করেছেন।

সাক্ষ্যগ্রহণ কালে বাদীপক্ষে নিম্নবর্নিত দলিলাদি প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

১। নালিশী মৌজার আর এস ৩৫৬, ৩৫৯ ও ৩৬০ নং খতিয়ান এর সি.সি	প্রদর্শনী ১ সিরিজ
২। ১৮৭৩/১৯০৭ নং ডিক্রীজারি মামলার নকলাদি	প্রদর্শনী ২ সিরিজ
৩। ১৮/০৭/১৯৯৬ ইং তারিখের দৈনিক আজাদী পত্রিকার কপি	প্রদর্শনী ৩
৪। সিভিল রিভিশন নং ১৬৭৭/২০০৬ এর নকল	প্রদর্শনী-৪

সাক্ষ্যগ্রহনকালে বিবাদীপক্ষে নিম্নবর্নিত দলিলাদি প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

১। আর এস ৩৫৯ নং খতিয়ানের সি.সি	প্রদর্শনী-ক
২। পি এস -৩৪৬ নং খতিয়ানের সি.সি	প্রদর্শনী -ক(১)
৩। বি এস ৫৩ নং খতিয়ানের সি.সি	প্রদর্শনী- ক(২)
৪। খাজনার দাখিলা ১০ ফর্দ	প্রদর্শনী - ক(৩)-ক(১২)
৫। আর এস ৩৫৬ নং খতিয়ানে সি.সি	প্রদর্শনী- খ
৬। পি এস ৩৪৩ নং খতিয়ানের নকল	প্রদর্শনী- খ(১)
৭। খাজনার দাখিলা ৯ ফর্দ	প্রদর্শনী- খ(২) সিরিজ
৮। বি এস ৪২৫ খতিয়ানের নকল	প্রদর্শনী- খ(৩)
৯। ৩০/০৪/৭৩ তারিখের ২৫৮৪ নং কবলা	প্রদর্শনী-খ(৪)

<u>আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ</u>

৯) P.W.1 **জালাল আহমদ জবানবন্দির বক্তব্য সংক্ষেপে** এই নালিশী সম্পত্তির মূল মালিক চিকন বিবি গং। উক্ত তফসিলী সম্পত্তি পটিয়া ১ম মুন্সেফী আদালতে ১৮৭৩/১৯০৭ নং ডিক্রী জারি মামলায় নিলামে আমিরজান বিবি খরিদ করেন এবং ৬/৬/১৯০৯ ইং তারিখে দখল প্রাপ্ত হন। আমিরজান বিবির মৃত্যুতে কন্যা বিবিজান ওয়ারীশ হয়। বিবিজানের স্বামী ছিলেন এয়াকুব আলী। ইয়াকুব আলীর স্বত্ব ১৯/০৫/১৯৪৬ ইং তারিখে কবলামুলে ইউসুফ আলী পায়। নজির আলীর নাম পি এস খতিয়ানে আসা ভুল হয়েছে। বিবিজানের স্বত্ব ইউসুফ নবী এবং ইউসুফ নবী মরনে তৎস্বত্ব বাদীগণ প্রাপ্ত হয়। নালিশী ভুমিতে তাদের গাছপালা পুকুর বাগান রয়েছে। তারা পূর্ববর্তীক্রমে ভোগদখলে আছেন। বিবাদীগণ নালিশী সম্পত্তিতে স্বত্ব দাবি করে বিক্রি করবে মর্মে হুমকি দেয়। বিবাদীরা স্বত্ব আছে মর্মে পত্রিকায় বিবৃতি দেওয়ায় তারা প্রতিবাদ করেন। ১০/০৭/১৯৯৬ তারিখে দখলে বিঘ্ন সৃষ্টি করায় অত্র মামলা দায়ের করেন। তিনি লিখিত জবাবে বর্নিত তাহাদের স্বার্থবিরোধী সকল বক্তব্য অস্বীকার করেন।

১০) বিবাদীপক্ষ P.W.1 কে জেরা করেছেন। জেরাতে তিনি বলেন নালিশী ভুমির মোট পরিমান ২ কানি ৪ গন্ডা। নালিশী দাগ আর এস ৪৯৩, ৫০০ ও ৪৯৮ । আর এস খতিয়ান বলতে পারবেন না। বিবাদীপক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলি প্রদত্ত আর এস খতিয়ান শুদ্ধ মর্মে সাজেশন তিনি অস্বীকার করেন। আর এস খতিয়ান যে অশুদ্ধ তা বিবাদীগণ গত ৫ বছর আগে হুমকি দেয়ায় জেনেছেন। তিনি আরো বলেন যে পি এস ও বি এস খতিয়ান ভুল হয়েছে। পি এস এর বিরুদ্ধে কোন মামলা করেননি। বি এস খতিয়ান ও তাদের নামে হয়নি। বি এস ও ভুল হয়েছে। তিনি বলেন বি এস জরিপের বিরুদ্ধে ৩০ ধারায় দরখাস্ত করেছিলেন। বিবাদীপক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলি প্রদত্ত ৩০ ধারা মতে তারা কোন দরখাস্ত দাখিল করেননি মর্মে

সাজেশন অস্বীকার করেন। তিনি বলেন যে নালিশী ভূমির খাজনা তারা দিয়েছেন। ১০/১২ বছর আগে প্রথমবার খাজনা দিয়েছে। পুরো জমির জন্য। খাজনার দাখিলা তারা দাখিল করেছেন। বিবাদীপক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলি প্রদত্ত কোন খাজনা প্রদান করেননি এবং কোন দাখিলা দাখিল করেননি মর্মে সাজেশন তিনি অস্বীকার করেন।

১১) P.W.1 জেরাতে আরো বলেন যে, আর এস রেকর্ডী আমির আলীকে তিনি দেখেছেন। বিবাদীপক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলি প্রদত্ত আর এস ৪৯৩ দাগে আমির আলী ঘর বেঁধে বসবাস করত মর্মে সাজেশন তিনি অস্বীকার করেন। তিনি বলেন যে, আর এস ৪৯৩ দাগের ভূমি থেকে ২০০ ফুট দূরে আমির আলীর ঘর ছিল। সত্য নয় যে, মধ্যের ২০০ ফুট জায়গা আমির আলীর ছিল। আর এস ৪৯৩ দাগ উত্তর দক্ষিনে লম্বা। সত্য নয় যে নালিশী ভূমি থেকে তার বাড়ি ১ মাইল দূরে। তিনি বলেন তাদের দুটি বাড়ি। অপর বাড়ি আধা কি.মি দূরে। তারা বাদীগণ একত্রে থাকেন। তিনি বলেন তারা তিন ভাইয়ের ৩ টি ঘর। ৩ টি ঘরই নালিশী ভূমিতে। পরে বলেন নালিশী ভূমিতে ২ ভাই থাকেন। অন্য ভাই ভিন্ন জায়গায় থাকে। পরে আবার বলেন আর এস ৫০০ দাগে ২ টি ঘর এবং আর এস ৪৯৩ দাগে ১ টি ঘর।

১২) P.W.1 জেরাতে আরো বলেন যে, আমির আলীর দুই পুত্র জমির আলী ও আঃ সাত্তার কে চেনেন। জমির আলীর ছেলে লতিফ কে চেনেন। লতিফ ৩০/৪/১৯৭৩ তারিখে কবলামুলে সাত্তারের কাছে বিক্রি করেছে কিনা জানেন না। বিবাদীপক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলি প্রদত্ত সাত্তার ৪৯৩ দাগের ভূমিতে এককভাবে বসবাস করত; সাত্তার মরনে ১-৪ নং বিবাদী স্বত্ববান ও দখলকার থাকেন মর্মে সাজেশন তিনি অস্বীকার করেন। নালিশী দাগে স্থিত ঘরের বয়স কত তিনি তা জানেন না। তিনি বলেন ঘরটি তার বাবা তৈরী করেছে। বিবাদীদের ঘর সম্পর্কে তার ধারনা নেই। নালিশী ভূমিতে একটি পুকুর আছে। ১০ গন্ডার মত পুকুর হবে। পুকুরের শরীকদার তারা তিন ভাই। নালিশী ৫০০ দাগে পুকুর। ভিটির পূর্বদিকে পুকুর। বিবাদীপক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলি প্রদত্ত আর এস ও সি এস দাগ আইডেন্টিকাল নয় এবং সি এস মূলে তাদের কোন স্বত্ব নেই মর্মে সাজেশন তিনি অস্বীকার করেন।

১৩) **<u>৫-৭ নং বিবাদীপক্ষের জেরাতে</u>** P.W.1 বলেন যে, তার বয়স ৪৫ বছর । তিনি বলেন যে তিনি আমির জানকে দেখেছেন এবং বিবি জানকে ও দেখেছেন। তবে তাদের কে দেখার তারিখ তার মনে নেই। তাদের কে দেখার সময়ে তার বয়স কত ছিল তা স্মরন নেই বলেছেন। আমির জান আগে মারা যান। আমির জান ও বিবি জান কবে মারা যান তা বলতে পারবেন না। ইয়াকুব আলী কে তিনি দেখেছেন। তবে তার বুদ্ধির আগে সে মারা যায়। ইয়াকুব আলীর আগে আমিরজান মারা যান। আমিরজান ইয়াকুব আলীর মৃত্যুর ১০ বছর আগে মারা যান। আমিরজানের ভাইয়ের নাম ইয়াকুব আলী এবং আমিরজানের কন্যা জামাতার নামও ইয়াকুব আলী। তিনি বলেন যে তিনি এতক্ষন বিবিজানের স্বামী ইয়াকুব আলীর কথা বলেছেন। তিনি আরো বলেন যে, বিবিজানের নজর আলী নামে ছেলে ছিল না। বিবাদীপক্ষের বিজ্ঞ

কৌসুলি প্রদত্ত বিবিজান ১৯৬১ সনের অনেক পূর্বে মারা গিয়েছিলেন; আমিরজান মরনে তৎস্বত্ব ইয়াকুব ও নজর আলী প্রাপ্ত হয় মর্মে সাজেশন তিনি অস্বীকার করেন। তিনি আরো বলেন যে পি এস খতিয়ান ভুল হয়েছে। বিবাদীপক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলি প্রদত্ত ইয়াকুব আলী দুজন থাকার সুযোগে ইউসুফ আলীর নাম পি এস খতিয়ানে লিপি করা ভুল হয়েছে মর্মে সাজেশন তিনি অস্বীকার করেন। সত্য নয় যে ৫-৭ নং বিবাদীদের পৈত্রিক বাড়ি আর এস ৫৫১ দাগে। তিনি বলেন যে নালিশী ৩ দাগে তারা ব্যাতিত আর কেউ দখলে নেই। তিনি বলেন যে তিনি মশিউর রহমান কে চেনেন না। নালিশী দাগের আশেপাশে কোন বরফকল নেই। সত্য নয় যে, নালিশী দাগের উত্তরে মশিউর রহমানে বরফকল। নালিশী ২ কানি ৪ গন্ডার উত্তরে- কর্ণফুলী নদী, দক্ষিনে-শাহ সাদ্দাম পূর্বে- জামাল আহমেদ পশ্চিমে- আঃ রাজ্জাক।

১৪) **অত্র মামলা রিমান্ডে আসার পর বাদীপক্ষে শুক্কুর আহমেদ P.W.1 (1) জবানবন্দিতে বলেন যে**, P.W.1 জালাল আহমেদ মারা গেছে। আপীল আদালতের সিদ্ধান্তমতে তিনি আরজি সংশোধন করেন। নালিশী জমিতে তাদের এজমালি স্বত্ব আছে মর্মে সিদ্ধান্ত হয়। বিধায় আরজি সংশোধন পূর্বক বিভাগের প্রার্থনা করেন। তিনি বলেন যে বিবিজান মরনে এক পুত্র ইউসুফ নবী ও ৩ কন্যা ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে। পারিবারিক আপোষবন্টনে বোনগণ তাদের স্বত্ব ভাই ইউসুফ নবী বরাবর ত্যাগ করেন। বোনগনের মধ্যে জবা বানুর ওয়ারীশ ২৬-২৯ নং বিবাদী, সোনাবানু ও মল্লিখজানের ওয়ারীশ ১৯-২৫ নং বিবাদী এবং ৩০-৪২ নং বিবাদী। ইউসুফ নবী মরনে ১-৩ নং বাদী ও চার কন্যা ১০-১২ নং বিবাদী এবং সাইর খাতুন মরনে ১৩-১৮ নং বিবাদী ওয়ারিশ থাকে। তিনি বলেন যে বোনদের স্বত্ব আপোষে তাদের কে ছেড়ে দেন।

১৫) জেরাতে তিনি বলেন যে, আমিরজানের ভাই ইয়াকুব আলী এবং বিবিজানের স্বামী ইয়াকুব আলী ভিন্ন ব্যাক্তি। তিনি বলেন যে তিনি পক্ষদোষ বিষয়ে আরজি সংশোধন করেছেন। তিনি বলেন যে বাদী বিবাদী সকলে তারা এজমালিতে ভোগদখলে আছেন। তিনি বলেন তিনি ৪৯৮, ৪৯৯, ৫০০ ও ৪৯৩ দাগের ভুমিতে সাহাম চান। তিনি ৮৮ শতকে বিভাগ প্রার্থনা করেছেন। তিনি জেরাতে আরো বলেন তিনি নালিশী দাগে বসবাস করেন। নালিশী দাগের বাড়িতে তার বড় ভাই থাকে। ৫-৭ নং বিবাদীর বাড়ি ৪৯৮, ৪৯৯, ৫০০ দাগে। এই তিন দাগে জমির পরিমান ৪৪ শতক। আর এস ৩৯৯ ও ৩৯৪ দাগে জমি বর্তমানে ভিটি হয়। তিনি বলেন যে তার দাবিকৃত নালিশী তফসিলে ৩৯৪ কোন দাগ নেই। আর এস ৪৯৩ ও ৪৯৪ দাগে ৫-৭ নং বিবাদী ৪৪ শতকে দখলে আছে। আর এস ৪৯৮ ৪৯৯ ও ৫০০ দাগে সম্পূর্ন ভুমিতে ৫-৭ নং বিবাদী দখলে আছে। সত্য নয় যে নালিশী দাগে তাদের কোন স্বত্ব দখল নেই।

১৬) P.W.2 আবদুর রাজ্জাক তার জবানবন্দিতে বলেন যে তিনি বাদী বিবাদী ও নালিশী জমি চেনেন। নালিশী জমি বাদীগণ দখল করে। নালিশী ভুমিতে বাদীগনের বসতঘর, পুকুর ও বাগান আছে। বিবাদীদের নালিশী ভুমিতে কোন দখল নেই।

জেরাতে তিনি বলেন যে, নালিশী ভুমি থেকে কোয়ার্টার কিমি দূরে ১-৪ নং বিবাদীদের বাড়ি। তিনি বলেন যে তিনি আর এস ৪৯৪ দাগের মালিক। নালিশী জায়গাতে ২ টি পুকুর গাছপালা ও ২ টি ঘর আছে। আধা মাইল দূরে ৩ নং বাদীর আরেকটি বাড়ি আছে। নালিশী বাড়ি ভিটির উত্তরে- কর্ণফুলী নদী, নালিশী দাগের উত্তরে ৪৯৪ দাগে একটি বরফকল আছে। নালিশী বাড়িভিটির দক্ষিনে- শাহজাহান, পূর্বে- জালাল আহমদ পশ্চিমে- তার পুকুর। আর এস ৪৯৪ ও ৪৯৩ দাগ সংলগ্ন বিবাদীদের বাড়ি। আর এস ৪৯৩ দাগের উত্তরে ৪৯৪ দাগ। দক্ষিনের দাগ বলতে পারবেন না। উক্ত দাগে ৫-৭ নং বিবাদীদের পৈত্রিক বসতভিটি আছে কিনা বলতে পারবেন না। মশিউর রহমান আর এস ৪৯৪ দাগের ভুমি দখল করে। তিনি বলেন যে তিনি ৪৯৪ দাগের ভুমি বিক্রি করে চলে গিয়েছেন।

১৭) **আবুল ফয়েজ D.W.1** জবানবন্দিকালে বলেন, তিনি ৩ নং বিবাদী। ১(ক)-১(ঞ)/২-৪ নং বিবাদী পক্ষে তিনি সাক্ষ্য দিচ্ছেন। তিনি বলেন নালিশী আর এস ৪৯৩ দাগের সম্পূর্ন ২৩ শতক ভুমিতে তারা এককভাবে স্বত্ববান আছেন। আমির আলীর নামে আর এস খতিয়ান আছে। আমির আলী মরনে দুই পুত্র জমির আলী ও সাত্তার এবং কন্যা রহিমজান ওয়ারীশ থাকেন। জমির আলী ও সাত্তারের নামে পি এস খতিয়ান হয়। জমির আলী লতিফ কে ওয়ারীশ রেখে যান। লতিফ তার স্বত্ব ৩০/০৪/৭৩ তারিখে তার চাচা সাত্তারের নিকট বিক্রি করে। রহিমজান নিঃসন্তান অবস্থায় ভ্রাতা সাত্তার কে ওয়ারীশ রেখে যান। এভাবে সাত্তার দাগের সম্পূর্ন ভূমিতে মালিক দখলকার থাকেন। সাত্তার পুত্র ১-৪ নং বিবাদী, কন্যা ফাতেমা ও স্ত্রী বিবি জান কে ওয়ারীশ রেখে মারা যান। বি এস জরিপ সাত্তার রহিমজান ও লতিফের নামে হয়। নালিশী ২৩ শতকে তাদের টিনের ছাউনি বেড়ার ঘর আছে। তারা স্বপরিবারে নালিশী ভুমিতে বসতগৃহ নির্মানে পুকুর ও জল ব্যবহারে ভোগদখলে আছেন। তিনি আরজিতে বর্নিত তাদের স্বার্থবিরোধী সকল বক্তব্য অস্বীকার করেন।

১৮) **বাদীপক্ষ D.W.1 কে জেরা করেছেন।** আমির আলী মূল মালিক ছিল। তিনি নালিশী সম্পত্তি কোর্ফা স্বত্বে প্রাপ্ত হন। খতিয়ানে লিপি আছে। তিনি বলেন যে ২৩ শতক ভুমি ১ টি খন্ড। তাতে ৪ রুমের একটি বসতঘর আছে, ১ টি কাছারি ঘর, ১ টি পাকঘর, ১ টি পুকুর আছে। গাছপালা আছে। তিনি বলেন যে নালিশী ভুমির উত্তরে-মশিউর রহমান এর বরফকল, দক্ষিনে- আবদুল দোভাষী, পূবে- মুন্সেফ আলী গং পশ্চিমে-মশিউর রহমান বাদীদের বাড়িঘর তাদের বাড়ি থেকে অনেক দূরে। সত্য নয় যে নালিশী ভুমিতে স্থিত বাড়িঘর বাদীদের। ৫-৭ নং বিবাদীগণ তাদের প্রতিবেশী। সত্য নয় তাদের বাড়িঘর ৫-৭ নং বিবাদীদের বাড়িঘরের সঙ্গে।

১৯) D.W.2 কবির আহমদ তার জবানবন্দিতে বলেন যে, বাদী বিবাদী ও নালিশী ভুমি চেনেন। ১-৪ নং বিবাদী নালিশী ২৩ শতক ভুমি দখল করে। নালিশী ভুমিতে বিবাদীদের বসতঘর ও পুকুর আছে। বাদীগণের বাড়ি নালিশী ভুমি থেকে আধা মাইল দূরে। নালিশী ভুমিতে বাদীগণের দখল নেই।

বাদীপক্ষ এই সাক্ষীকে জেরা করেছেন। জেরাতে তিনি বলেন যে, নালিশী ভূমি থেকে তার বাড়ি আধা কানি দূরে। নালিশী ভূমির উত্তরে মশিউর রহমান এর বরফকল। ৪৫ বছর ধরে নালিশী ভুমি চেনেন। শুরু থেকে আঃ ওয়াদুদ কে দখলে দেখেছেন। নালিশী ভূমিতে বাদীগণ নাই। নালিশী ভূমির আধা মাইল দক্ষিনে বাদীগনের বাড়ি। সত্য নয় যে নালিশী জমিতে থাকা ঘরগুলো বাদীদের।

(২০) **D.W.3 মুন্সেফ আলী জবানবন্দিতে বলেন যে**, তিনি ৬ নং বিবাদী। ৫-৭ নং বিবাদীপক্ষে জবানবন্দি দিচ্ছেন। তিনি বলেন যে আমিরজানের কন্যা বিবি জান ১৯৬১ সনের বহু পূর্বে মারা যায়। বিবি জানের পুত্র ইউসুফ নবী হন। ইউসুফ নবীর পুত্রগণ বাদীগন। বিবিজান আমির জানের পূর্বে মারা যাওয়ায় তিনি কোন স্বত্ব পাননি। তৎমতে ইউসুফ নবী ও বাদীগণ কোন স্বত্ব পাননি। আমিরজান মরনে ওয়ারীশ থাকেন তার ভাই ইয়াকুব আলী। ইয়াকুব মরনে নজর আলী ওয়ারীশ হন। নজর আলী মরনে পুত্র ৫-৭ নং বিবাদী ৩ কন্যা ও স্ত্রী স্বত্ববান ও দখলকার থাকেন। তিনি বলেন যে তাদের মা বোনদের নামে বি এস খতিয়ান হয়। তিনি বলেন যে নজর আলী ইউসুফ নবীর মামা হয়। ভাই নয়। ইউসুফ আলী নজর আলীকে ভাই পরিচয় দিয়ে মিথ্যাভাবে পি এস খতিয়ান করিয়েছে। বিবি জানের স্বামী ইয়াকুব আলী এবং নজর আলীর পিতার নাম ও ইয়াকুব আলী। বিবিজানের স্বামী ও নজর আলীর পিতা ভিন্ন ব্যাক্তি। একই নাম হওয়ার সুযোগে তারা মিথ্যাভাবে পি এস খতিয়ান করেছে। জবানবন্দিতে তিনি আরো বলেন যে, নালিশী ভূমির পরিমান ৮৮ শতক। তার মধ্যে ১-৪ নং বিবাদীগণ ২৩ শতক, ৫-৭ নং বিবাদীগণ ৪৪ শতক ভূমিতে দখলে আছেন। বাকি ২১ শতক ভূমিতে মশিউর রহমান সাহেবের বরফকল। বাদীর কথিত বিবিজান বিরোধীয় ভূমিতে কোন স্বত্ব দখল অর্জন করেননি। বিবিজান তৎমাতা আমিরজানে পূর্বে মারা যায়। বিরোধীয় জমিতে বাদীর কোন স্বত্ব দখল নেই। বাদীগণ বিভাগ পাবার হকদার নয়।

২১) বাদীপক্ষ D.W.3 কে জেরা করেছেন। তিনি বলেন যে বিবিজান আমির জানের অনেক আগে মারা গিয়েছেন। তার মৃত্যুর সন তারিখ বলতে পারব না। তিনি আমিরজানের মৃত্যু দেখেছেন। বিবিজান তার মায়ের অনেক পূর্বে মারা যাবার কোন দালিলিক সাক্ষ্য নেই। আমির জানের মৃত্যুর সময়ে তার বুদ্ধি হয়েছে। তবে কত বছর পূর্বে মারা গিয়েছে তা বলতে পারবেন না। তিনি বলেন যে তার বয়স ৫৫। তার বুদ্ধির বয়স ৭/৮ বছর। সত্য নয় যে বিবিজান আমির জানের পর মারা যায় এবং আমিরজান ১৯৬১ সনের পর মারা যায়। তিনি বলেন যে ইয়াকুব আলী আমির জানের ভাই। সত্য নয় যে ইয়াকুব আলী ইউসুফ নবীকে ঘোষনাপত্র দিয়েছে। সত্য নয় যে, বি এস খতিয়ান ভুল। আমির জানের জানাযার সময় তার বয়স ৭/৮ বছর । স্বাধীনতা যুদ্ধে তার বয়স কত ছিল স্মরন নেই। এক পর্যায়ে বলেন আমির জানের মৃত্যু ১৯৫৫ ইং সনে হতে পারে। তিনি জেরাকালে জন্ম মৃত্যু ও বিয়ের কোন সন তারিখ না বলতে পারলেও কেন ১৯৬১ সন বলেছেন তা তিনি বলতে পারবেন না। আমিরজান বৃদ্ধা অবস্থায় মারা যায়। আমিরজানের মৃত্যুর সময় ইউসুফ নবীর বয়স কত ছিল বলতে পারবেন না। আমিরজান ১৯৫৫ সনে মারা যায়। তার জীবদ্দশা হতে তারা নালিশী ভূমিতে ভোগদখলে আছেন। সত্য নয় বি এস জরিপ তারা ফেরবী

উপায়ে করেছেন। পুকুরের পরিমান ২৯ শতক। পুকরের উত্তরে- কর্ণফুলী দক্ষিনে- সবুরের বাড়ি, পূর্বে- গোলতাজের বাড়ি পশ্চিমে- ১-৪ নং বিবাদীদের বাড়ি। তিনি জেরাতে আরো বলেন তাদের ০৬ ভাই বোনের নামে নামজারি খতিয়ান হয়। সত্য নয় তিনি ২০২০ সনে নামজারি খতিয়ান করেছেন। তিনি আরো বলেন যুদ্ধের পর তারা নিজেদের নামে নামজারি খতিয়ান করেছেন। গত বছরও খাজনা দিয়েছেন।

২২) সিদ্দিক আহমদ D.W.4 তার জবানবন্দিতে বলেন যে, নালিশী ভূমি থেকে বাদীদের বাড়ি আধা মাইল দূরে। বাদীগণ নালিশী ভূমি দখল করেন না। নালিশী ভূমিতে ৫-৭ নং বিবাদীদের ঘর ও পুকুর। **জেরাতে তিনি বলেন তার বয়স ৫৮ বছর।** আমির জান তার ১৮/১৯ বছর বয়সে মারা যান। আদালত তাকে মৃত্যুর তারিখ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বারবার ৬০ এর আগে কথাটি উল্লেখ করেন। বিবি জান কে দেখেননি। তিনি বলেন যে তিনি আমির জানের জানাযা পড়েছেন। ইউসুফ নবী আমির জানের নাতী। ৪৪ শতক জমির জন্য মামলা। পুকুরের উত্তরে- কর্নফুলী, দক্ষিনে- ছবুর পূর্বে- সুলতান পশ্চিমে-মুন্সেফ আলীর জমি। ঘরের দক্ষিনে- ছবুর, উত্তরে- জলিল, পূর্বে- সুলতান পশ্চিমে- ১-৪ নং বিবাদী। সত্য নয় বাদীগণ পূর্ববর্তীক্রমে দখলে আছেন।

২৩) আবুদল হাকিম D.W.5 তার জবানবন্দিতে বলেন যে, তার পিতার নাম আঃ লতিফ। ৩০/০৪/১৯৭৩ ইং তারিখে ২৫৮৪ নং কবলা মুলে আঃ সাত্তারের নিকট জমি বিক্রয় করেন। উক্ত দলিলে দস্তখত তার পিতার। তিনি বলেন তার পিতা তার সামনে দলিল সম্পাদন করেন। তিনি বলেন যে এই দলিলের বিক্রিত ভূমিতে তার কোন দাবি দাওয়া নেই। **জেরাতে তিনি বলেন** দলিল সম্পাদনের সময়ে তার বয়স ছিল ১৫ বছর। দলিল সম্পাদনের সন তারিখ বলতে পারবেন না। কত টাকা লেনদেন হয় বলতে পারবেন না। বিক্রিত ভূমিতে তার পিতা কিভাবে স্বত্ববান তা বলতে পারবেন না। সত্য নয় উক্ত দলিল জাল ফেরবী। তার পিতা কোন দলিল দেয়নি কেননা তার পিতা কখনো স্বত্ববান ছিলেন না।

২৪) **বিচার্য বিষয় নম্বর ১, ২ ও ৩ ঃ**

" অত্র মোকদ্দমা বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলতে পারে কি না ?"

" অত্র মোকদ্দমা দায়েরে কারন উদ্ভব হয়েছে কিনা ?"

" অত্র মোকদ্দমা তামাদিদোষগত কারণে বারিত কি না ?"

উপরিল্লিখিত বিচার্য বিষয়ত্রয় পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বিধায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহনের সুবিধার্থে একত্রে নেওয়া হলো।

বিবাদীপক্ষ তার লিখিত বর্ণনায় অত্র মামলা বর্তমান আকারে ও প্রকারে রক্ষনীয় নয় মর্মে দাবি করেছেন। কিন্তু উক্ত দাবির সমর্থনে বিবাদীপক্ষে কোন সাক্ষ্যপ্রমান সন্নিবেশিত হয়নি। আরজি, জবাব ও নথিতে

সন্নিবেশিত সাক্ষ্যপ্রমান পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয়েছে যে অত্র মামলাটি সম্পূর্ন দেওয়ানী প্রকৃতির এবং অত্রাদালতের মোকদ্দমাটি বিচারে কোন ধরনের আইনী প্রতিবন্ধকতা নেই। অধিকন্তু অত্র মামলাটি স্বত্ব সাব্যস্তক্রমে দখল স্থিরতর রাখার ঘোষনা ও বিভাগের প্রার্থনায় আনীত। বাদীপক্ষ নালিশী সম্পত্তি এজমালিতে ভোগদখলের সমর্থনে তাদের স্বপক্ষে দালিলিক প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। উক্ত প্রেক্ষিতে মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে রক্ষনীয় মর্মে বিবেচনা করি।

২৫) বাদীপক্ষের আরজির বক্তব্যতে মোকদ্দমা দায়েরের যথেষ্ট কারন প্রকাশ পেয়েছে। নালিশী সম্পত্তির মূল মালিক আমিরজান বিবি। তিনি নিলাম খরিদ সূত্রে মালিক হন। তার মৃত্যুতে কন্যা বিবিজান মালিক হয়। বিবি জানের মৃত্যুতে তার পুত্র ইউসুফ নবী ও তিন কন্যা থাকে। নালিশী সম্পত্তি ইউসুফ নবী প্রাপ্ত হবার পর তার মৃত্যুতে বাদীগণ ওয়ারীশসূত্রে মালিক হন। বাদীগনের পূর্ববর্তী আমিরজান এর নামে আর এস ৩৫৬ নং খতিয়ান প্রচারিত হলেও আর এস ৩৫৯ ও ৩৬০ নং খতিয়ান ভুল ও অশুদ্ধভাবে প্রচারিত হয়। তবে ভুল আর এস খতিয়ান দ্বারা আমির জানের স্বত্ব দখলে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়নি। ইউসুফ নবীর পরবর্তীতে বাদীগণ নালিশী তফসিলী ভূমিতে বাড়ি ভিটিতে পরিবার পরিজন নিয়ে এবং পুকুরে মৎস জিয়ানে ও বাগানে বৃক্ষাদি রোপনে স্বত্ববান ও দখলকার আছেন। বাদীপক্ষ নালিশী ভূমিতে বিবাদীদের কোন স্বত্ব দখল নেই মর্মে দাবি করেছেন। ভুল ও অশুদ্ধ খতিয়ানের জোরে বিবাদীগণ ১০/০৭/১৯৯৬ ইং তারিখে বাদীগনের স্বত্ব দখল অস্বীকার করলে বাদীপক্ষ স্বত্বের ঘোষনা, দখল স্থিরতর সহ বিভাগের প্রার্থনায় অত্র মামলা আনয়ন করেছেন।

২৬) বাদীর আরজি দৃষ্টে ইহা সুস্পষ্ঠ যে, নালিশী সম্পত্তিতে বাদীপক্ষ স্বত্ব ঘোষনা ও দখল স্থিরতরের আবেদন করলেও উভয়পক্ষের মধ্যে সুচিহ্নিত সীমানা দ্বারা কোন ধরনের বিভাজন হয়নি। বাদীপক্ষের দাবিমতে ১০/০৭/১৯৯৬ ইং তারিখে বিবাদীপক্ষ নালিশী সম্পত্তিতে বাদীপক্ষের স্বত্ব দখল অস্বীকার করেন। অন্যদিকে বিবাদীপক্ষের দাবি হলো বাদীগণ কখনো নালিশী সম্পত্তিতে স্বত্ব দখলকার ছিলেন না। বাদীপক্ষ নালিশী সম্পত্তিতে তাদের প্রাপ্য অংশে স্বত্ব ঘোষনাসহ যাতে বিভাজন হয় তা প্রত্যাশা করেন। উভয়পক্ষের আচরণ হতে ইহা পরিস্কার যে, তারা নিজেদের মধ্যে আপোষমতে নালিশী সম্পত্তি বিভাজন করিতে সমর্থ হননি। সুতরাং অত্র মামলাটি রুজুর পেছনে যথেষ্ঠ কারন বিদ্যমান ছিল মর্মে আমি বিবেচনা করি।

২৭) বিবাদীপক্ষ তার লিখিত জবাবে অত্র মামলাটি তামাদি দোষে বারিত মর্মে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। কিন্তু বিচারামলে সাক্ষ্যগ্রহণকালে তামাদির প্রশ্নটি বিবাদীপক্ষ হতে একেবারে উত্থাপিত হয়নি। দেখা যায় যে, বিগত ১০/০৭/১৯৯৬ ইং তারিখে অত্র মামলার কারন উদ্ভব হয় এবং ২৫/০৭/১৯৯৬ ইং তারিখে মোকদ্দমাটি রুজু হয় যা বিধিবদ্ধ তামাদি সময়সীমার মধ্যেই হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। সুতরাং অত্র

মামলাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে রক্ষনীয়; তামাদি দ্বারা বারিত নয় এবং মোকদ্দমা রুজুর যথেষ্ট কারন বিদ্যমান রয়েছে। উক্ত প্রেক্ষিত বর্নিত ইস্যুত্রয় বাদীপক্ষের অনুকুলে নিষ্পত্তি করা হলো।

২৮) বিচার্য বিষয় নম্বর ৪ ঃ

" অত্র মোকদ্দমা পক্ষ দোষে দুষ্ট কি না? "

আরজি, লিখিত জবাব, সমস্ত সাক্ষ্য প্রমান ও নথি পর্যালোচনায় এমন কিছু পেলাম না যা দ্বারা মামলাটি পক্ষদোষে দুষ্ট মর্মে সিদ্ধান্তে পৌছানো যায়। তাছাড়া যুক্তিতর্ক উপস্থাপনকালে বিবাদীপক্ষ এই বিষয়ের উপর কোন আপত্তি উত্থাপন করেন নি। সুতরাং অত্র বিচার্য বিষয় ও বাদীপক্ষের অনুকুলে নিষ্পত্তি করা হলো।

২৯) বিচার্য বিষয় নম্বর ৫ ও ৬ ঃ

"নালিশী সম্পত্তিতে বাদীপক্ষের স্বত্ব স্বার্থ ও দখল আছে কিনা? "

" বাদীপক্ষ নালিশী সম্পত্তিতে বাটোয়ারার ডিক্রী পেতে হকদার কিনা ? "

P.W.1 এর সাক্ষ্যমতে নালিশী সম্পত্তি নিলাম খরিদসূত্রে আমিরজান বিবি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। **প্রদর্শনী-২ সিরিজ** হতে প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত আমির জান পটিয়ার ১ম মুন্সেফী আদালতের ১২০৮/১৯০৪ নং মোকদ্দমার ডিক্রীজারি ১৮৭৩/১৯০৭ নং মামলায় নালিশী সম্পত্তি নীলামে খরিদ করেন এবং দখল প্রাপ্ত হন। প্রদর্শনী-১ হতে দেখা যায়, নালিশী আর এস ৩৫৬ নং খতিয়ানের ৪৪ শতক ভুমির মালিক ছিলেন আমির জান। **প্রদর্শনী- ১(ক) এবং প্রদর্শনী-১(খ)** দৃষ্টে, নালিশী আর এস ৩৫৯ নং খতিয়ানে ২৩ শতক ও আর এস ৩৬০ নং খতিয়নে ২১ শতক সম্পত্তির উপরিস্থ স্বত্বের মালিক আমির জান হলেও কোর্ফা স্বত্বে রায়ত ছিলেন আমির আলী এবং ছকিনা বিবি ও মিশ্রিজান।

৩০) **বাদীপক্ষ উক্ত আর এস ৩৫৬, ৩৫৯ ও ৩৬০ নং খতিয়ান ও তৎসামিল বি এস ৪২৫, ৫৩ ও ১৭৬ নং খতিয়ান ভুক্ত (৪৪+২৩+ ২১) = ৮৮ শতক ভুমিতে স্বত্ব দখল দাবি করিয়া প্রথমে মামলাটি করিলেও পরবর্তীতে (১৯/০৭/২০১৬ ইং তারিখের ৬৮ নং আদেশ মূলে) আরজি তফসিল সংশোধনক্রমে উক্ত ৮৮ শতক ভুমি আন্দরে ।।. (আট আনা) অংশে অর্থাত ৪৪ শতক ভুমিতে স্বত্ব সাব্যস্তক্রমে বিভাগের প্রার্থনা করেন।**

৩১) বাদীপক্ষ দাবি করেছেন যে, নালিশী আর এস ৩৫৬ নং খতিয়ান আমিরজানের নামে শুদ্ধরুপে প্রচার হলেও ৩৫৯ ও ৩৬০ নং খতিয়ান ভুল ও অশুদ্ধভাবে প্রচারিত হয়।

অপরদিকে বিবাদীপক্ষ বাদীপক্ষের উক্ত দাবি সম্পূর্ন অস্বীকার করেন। বাদীপক্ষের পূর্ববর্তীগণ উক্ত নালিশী আর এস ৩৫৯ ও ৩৬০ নং খতিয়ান ভুল রেকর্ডের কারনে আইনগণ প্রতিকার চেয়ে কোন পদক্ষেপ গ্রহন করেছেন মর্মে দৃষ্ট হয় না। বিবাদীপক্ষ কৃর্তক দাখিলী **প্রদর্শনী-ক(১)** হতে দেখা যায়, আর এস ৩৫৯ খতিয়ানের ২৩ শতক ভুমি যা আমির আলী কোর্ফা স্বত্বে মালিক ছিলেন তা পরবর্তীতে পি.এস ৩৪৬ নং খতিয়ানে আমির আলীর দুই পুত্র জমির আলী ও আব্দুস ছত্তার এর নামে রেকর্ড হয়। কন্যা রহিম জানের নাম ভুলক্রমে পি এস খতিয়ানে না আসলেও পরবর্তীতে বি এস খতিয়ানে আমির আলীর সকল ওয়ারীশগনের নাম শুদ্ধরুপে প্রচারিত হয়। **প্রদর্শনী ক(২)** বি এস ৫৩ নং খতিয়ান দৃষ্টে উহার সত্যতা প্রতীয়মান হয়। **প্রদর্শনী-খ(৪)** হতে দেখা যায়, জমির আলীর পুত্র আব্দুল লতিফ তৎ স্বত্ব গত ৩০/০৪/১৯৭৩ ইং তারিখে বি এস রেকর্ডী চাচা আব্দুল ছত্তার এর নিকট হস্তান্তর করেন। বিবাদীপক্ষ রহিমজান নিঃসন্তান মরনে ভ্রাতা আব্দুল ছত্তার তৎ স্বত্ব প্রাপ্ত হয় মর্মে দাবি করেছেন যাতে বাদীপক্ষ কোন আপত্তি করেননি। প্রতীয়মান হয় যে, নালিশী ৩৫৯ খতিয়ানের ৪৯৩ দাগের সমুদয় ২৩ শতক ভুমিতে আব্দুল ছত্তার স্বত্ববান ও দখলকার ছিলেন। ১-৪ নং বিবাদীগণ আবদুল ছত্তারের ওয়ারীশ হিসাবে উক্ত ভুমিতে ভোগদখলকার থাকার দাবি করেছেন। বিবাদীপক্ষ কর্তৃক দাখিলী প্রদর্শনী ক(২) বি এস ৫৩ নং খতিয়ান এবং ১০ ফর্দ খাজনা দাখিলা প্রদর্শনী- ক(৩)-ক(১২) হতে প্রতীয়মান হয় যে, নালিশী উক্ত ২৩ শতক ভুমি উক্ত বিবাদীগণ ভোগদখলে আছেন। পক্ষান্তরে বাদীপক্ষ উক্ত সম্পত্তিতে তাদের দখল সমর্থনে কোন দালিলিক প্রমান উপস্থাপন করতে না করায় বাদীগনের উক্ত ভুমিতে কোন স্বত্ব দখল নেই মর্মে প্রতীয়মান হয়।

৩২) বাদীপক্ষ শুধুমাত্র মৌখিকভাবে নালিশী আর এস ৩৫৯ খতিয়ানে আমির আলীর নাম ফেরবী উপায়ে কোর্ফা স্বত্বে রেকর্ডের দাবি করলেও তৎসমর্থনে কোন বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষ্য প্রমান উপস্থাপন করতে পারেননি। বাদীপক্ষের পূর্ববর্তীগণ উক্ত নালিশী আর এস ৩৫৯ নং খতিয়ান এর বিরুদ্ধে প্রতিকার চেয়ে কোন পদক্ষেপ গ্রহন করেছেন মর্মে দৃষ্ট হয় না। আর এস রেকর্ডের পরবর্তীতে পি এস ও বি এস রেকর্ডের বিরুদ্ধেও বাদীপক্ষের পূর্ববর্তীগনের কোন আপত্তি বা আইনগত পদক্ষেপ না থাকাটা প্রমান করে যে আর এস রেকর্ড শুদ্ধ ছিল। সুতরাং বিবাদীদের পূর্ববর্তী আমির আলীর নামে আর এস ৩৫৯ নং খতিয়ান ভুল ও

অশুদ্ধরুপে রেকর্ড হয়েছে মর্মে বাদীপক্ষের এরুপ দাবি সঠিক নয় বলে আমি মনে করি। সার্বিক বিবেচনায় আর এস ৩৫৯ খতিয়ানের ২৩ শতক ভুমির উপরিউক্ত ধারাবাহিক মালিকানা ও দখল দৃষ্টে উক্ত ভুমিতে বাদীপক্ষের কোনরুপ স্বত্ব স্বার্থ ও দখল নেই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

৩৩) একইভাবে আর এস ৩৬০ নং খতিয়ানের ৪৯৪ দাগের ২১ শতক ভুমি উপরিস্থ মালিক আমির জান হলেও কোর্ফা স্বত্বে মালিক ছিলেন ছকিনা বিবি ও মিশ্রিজান। বাদীপক্ষ জরিপ আমলে ফেরবী উপায়ে কোর্ফা স্বত্বে ছকিনা বিবি ও মিশ্রিজানের নামে রেকর্ড হয়েছে দাবি করলেও তৎবিষয়টি উপযুক্ত সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণ করেনি। বাদীপক্ষের পূর্ববর্তীগণ উক্ত নালিশী আর এস ৩৬০ নং খতিয়ান এর বিরুদ্ধে প্রতিকার চেয়ে কোন পদক্ষেপ গ্রহন করেছেন মর্মে দৃষ্ট হয় না। এরুপ অবস্থায় উক্ত আর এস রেকর্ড শুদ্ধ ছিল মর্মে ধরে নেওয়ার অবকাশ রহিয়াছে। সুতরাং আর এস ৩৬০ নং খতিয়ান ভুল ও অশুদ্ধরুপে রেকর্ড হয়েছে মর্মে বাদীপক্ষের এরুপ দাবি সত্য নয় বলে আমি মনে করি। বিবাদীপক্ষের দাবিমতে উক্ত ২১ শতক ভুমির মালিক জনৈক মশিউর রহমান এবং উক্ত ভুমিতে তার বরফকল রয়েছে। বাদীপক্ষের সাক্ষী আব্দুর রাজ্জাক (P.W.2) তার জেরাতে এ বিষয়টি স্বীকার করে বলেন যে, তিনি আর এস ৪৯৪ দাগের মালিক। তিনি উক্ত দাগের ভুমি বিক্রি করে চলে গিয়েছেন। মশিউর রহমান ৪৯৪ দাগের ভুমি দখল করে। প্রতীয়মান হয় যে, নালিশী ৪৯৪ দাগের উক্ত ২১ শতক ভুমিতে বর্তমানে মশিউর রহমান ভোগদখলকার নিয়ত আছেন।

৩৪) সার্বিক পর্যালোচনায় নালিশী আর এস ৩৬০ খতিয়ানের ৪৯৪ দাগের ২১ শতক ভুমি কোর্ফা স্বত্বে ছকিনা বিবি ও মিশ্রিজান প্রাপ্ত হওয়ায় আমিরজানের উক্ত ভুমিতে স্বত্ব দাবির কোন সুযোগ নেই। তদপ্রেক্ষিতে আমিরজানের কন্যা বিবিজান এবং তৎপরবর্তী ওয়ারীশগনেরও উক্ত ভুমিতে কোন স্বত্ব অর্জন করেননি। সুতরাং বাদীপক্ষের নালিশী আর এস ৪৯৪ দাগের ২১ শতক ভুমিতে কোন স্বত্ব দখল নেই মর্মে প্রতীয়ান হয়।

৩৫) **প্রদর্শনী- ১** হতে প্রতীয়মান হয়, নালিশী আর এস ৩৫৬ নং খতিয়ানের ৪৯৮ দাগের ৮ শতক বাড়ি রকম ভুমি, ৪৯৯ দাগে ৭ শতক খাই ও ৫০০ দাগের ২৯ শতক পুকুর সহ সর্বমোট ৪৪ শতক ভূমির মালিক ছিলেন আমির জান। উভয়পক্ষ একমত যে, আমিরজান মরনে কন্যা বিবি জান ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে। বিবি জানের স্বামী ছিলেন এয়াকুব আলী

এবং উক্ত বিবি জান মৃত্যুকালে এক পুত্র ইউসুফ নবী ও তিন কন্যা যথাক্রমে জববানু, সোনা বানু ও মল্লিকজান কে ওয়ারীশ রেখে যান। উভয়পক্ষ কর্তৃক ইহাও স্বীকৃত যে, আমির জানের এক সহোদর ভ্রাতা ছিল যার নাম ইয়াকুব আলী।

৩৬) বাদীপক্ষ আর এস ৩৫৯ খতিয়ানের ৪৪ শতক ভুমিতে মৌরশীসূত্রে স্বত্ব দাবি করেছেন। সাক্ষী P.W.1 এর দাবিমতে, বিবিজানের মৃত্যুতে ১-৩ নং বাদীর পূর্ববর্তী ইউসুফ নবী নালিশী সম্পত্তির মালিক হন। বিবি জানের কন্যাগণ তাদের স্বত্ব ভ্রাতা ইউসুফ নবী বরাবর ত্যাগ করেছিল। অপরদিকে বিবাদীপক্ষ দাবি করেন যে, আমিরজানের কন্যা বিবি জান তৎ মাতা হতে কোন সম্পত্তি প্রাপ্ত হননি, কেননা বিবি জান ১৯৬১ সনের পূর্বে মাতা আমিরজানের জীবদ্দশায় মৃত্যুবরণ করেছিল। মোহাম্মদীয় আইনানুসারে, বিবিজানা তার মায়ের জীবদ্দশায় মৃত্যুবরণ করায় বিবি জান কোন স্বত্ব অর্জন করেননি এবং তৎপ্রেক্ষিতে বিবি জানের কথিত ওয়ারীশ পুত্র কন্যা ইউসুফ নবী গং এবং তৎপরবর্তীতে বাদীগণও কোন স্বত্ব স্বার্থ অর্জন করেননি।

৩৭) **এখন আলোচনার বিষয় হলো আমির জানের কন্যা বিবি জান ১৯৬১ সনের পূর্বে আমিরজানের জীবদ্দশায় মৃত্যুবরণ করেছেন কিনা ?** বাদীপক্ষ আমির জানের মৃত্যুর পর কন্যা বিবিজান মৃত্যুবরণ করেছে দাবি করলেও তৎ সমর্থনে কোন দালিলিক প্রমান উপস্থাপন করেননি। এদিকে বিবাদীপক্ষ তা সম্পূর্ন অস্বীকার করেন। বিবাদীপক্ষের দাবিমতে, বিবি জান ১৯৬১ সনের পূর্বে আমিরজানের জীবদ্দশায় মৃত্যুবরণ করেছিল। যেহেতু বিবাদীপক্ষ একটা নির্দিষ্ট সময়ে বিবি জানের মৃত্যু সংঘটনের দাবি করছেন, সেহেতু উক্ত বিষয়টি সাক্ষ্য প্রমানের ভিত্তিতে প্রমাণের দায়িত্ব বিবাদীপক্ষের উপর বর্তায়।

৩৮) এ বিষয়ে **Lal Chand Marwari v. Mahant Ramrup Gir** মামলায় The Judicial Committee of the Privy Council, stated the law authoritatively thus:

> **"There is only one presumption, and that is that when these suits were instituted in 1916 Bhawan Gir was no longer alive. There is no presumption at all as to when he died. That, like any other fact, is a matter of proof.**

৩৯) **এছাড়া Halsbury's Laws of England, 4th Edn., Vol. 17, এর পৃষ্ঠা নং ৮৫ , প্যারা নং-১১৫ ও ১১৬ তে এ বিষয়ে বলা হয়েছে যে :**

> **"115. Presumptions of life and death.- There is generally no presumption of law by which the fact that a person was alive or dead on a given date can be established, but the question must be decided on the facts of the particular case.**
>
> **116. Proof of life or death at a particular time.- He who asserts that a person was alive on a given date, or dead on that date, must prove the fact by evidence, since there is no presumption of continuance of life, and, generally, no presumption of death at a particular time. Where there is insufficient evidence in support of the fact alleged, the party bearing the burden of proof will fail. The question of whether a person was alive or dead at a given date will be decided on all the evidence available at the date of the hearing."**

উপরিউক্ত আইনগত অবস্থা বিবেচনায় ১৯৬১ সনের পূর্বে আমির জান ও বিবি জান এর মৃত্যুর বিষয়টি বিচারামলে উপস্থাপিত সাক্ষ্য প্রমানের আলোকে নিরুপন করার আবশ্যকতা আছে বলে আমি মনে করি।

৪০) অত্র মামলায় বাদী বা বিবাদী কোন পক্ষই আমিরজান বা বিবি জানের মৃত্যুর সন তারিখ প্রমাণার্থে কোন মৃত্যু সনদ উপস্থাপন করেননি। সাক্ষী D.W.3 এর দাবিমতে, ১৯৬১ সনের পূর্বে আমির জানের জীবদ্দশায় বিবি জান মৃত্যুবরণ করায় আমির জানের স্বত্ব তৎভ্রাতা ইয়াকুব আলী প্রাপ্ত হয়েছিল। স্বীকৃতমতে, ইয়াকুব আলী মরনে এক পুত্র নজর আলী ওয়ারীশ থাকে। বিবাদীপক্ষ নালিশী ভূমি সংক্রান্তে পি.এস-৩৪৩ নং খতিয়ান প্রদর্শনী-খ(১) দাখিল করেছেন। উক্ত খতিয়ান হতে দেখা যায়, নালিশী ৪৯৮, ৪৯৯ ও ৫০০ দাগের ৪৪ শতক ভূমি নজর আলী এবং ইউসুফ আলীর নামে রেকর্ড হয়। সেখানে উভয়ের পিতার নাম এয়াকুব আলী লেখা রয়েছে। বিবাদীপক্ষ পিতার নামে মিল থাকায় নজর আলীর নামের সাথে ইউসুফ নবীর নাম ভুলক্রমে রেকর্ড হবার দাবি করেছেন। অপরদিকে বাদীপক্ষ নজর আলীর নাম ভুলক্রমে রেকর্ড হবার দাবি করেছেন।

৪১) D.W.3 কে বাদীপক্ষ জেরাকালে প্রদত্ত সাজেশনে দাবি করেছেন যে, আমিরজান ১৯৬১ সনের পর মারা যায় এবং আমির জানের পর বিবি জান মৃত্যুবরণ করে। পি.এস-৩৪৩ নং খতিয়ান প্রদর্শনী-খ(১) হতে ইহা পরিস্কার যে, পিস এস খতিয়ানে ইউসুফ আলীর নাম থাকায় সহজেই অনুমেয় যে ১৯৬২ সনের পর আমির জান ও বিবি জান কেউই জীবিত ছিলেন না। কারন পি.এস সার্ভে ১৯৫৬ থেকে ১৯৬২ সময়কালে হয়েছিল। সাক্ষী P.W.1 জেরাতে আমির জান ও বিবি জান কবে মারা গিয়েছিল তা জানেন না

মর্মে উত্তর প্রদান করেন। **তবে ইহা স্বীকার করেছেন যে, বিবিজানের স্বামী ইয়াকুব আলীর মৃত্যুর ১০ বছর আগে আমিরজান মৃত্যুবরণ করেন।** আরজি স্বীকৃতমতে, বিবি জান মৃত্যুকালে এক পুত্র ইউসুফ নবী ও তিন কন্যাকে রেখে মারা যায়। প্রতীয়মান হয় যে, বিবি জানের স্বামী ইয়াকুব আলী বিবিজানের পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেছিলেন। যেহেতু ১৯৬২ সনের পর বিবি জান জীবিত ছিলেন না মর্মে প্রতীয়মান হচ্ছে সেহেতু ইয়াকুব আলীর মৃত্যু ১৯৬২ সনের পূর্বে যেকোন সময়ে ঘটেছে নিশ্চিত বলা যায়। উক্ত প্রেক্ষিতে ইয়াকুব আলীর মৃত্যুর ১০ বছর পূর্বের সময় হিসাব করলে আমির জান ১৯৫২ সনের দিকে মৃত্যুবরণ করেছিল মর্মে প্রতীয়মান হয়।

৪২) D.W.3 দাবি করেছেন যে বিবি জান আমির জানের অনেক আগে মারা গিয়েছিল। D.W.4 জেরাতে বলেছেন যে, আমির জানের জানাযা তিনি পড়েছেন। তবে বিবি জান কে তিনি দেখেননি। আদালত এই স্বাক্ষীকে বারংবার মৃত্যুর তারিখ জিজ্ঞাসা করলে জবাবে তিনি আমির জান ১৯৬০ সনের পূর্বে মারা গিয়েছিল মর্মে জানান। P.W.1 এর জেরার বক্তব্য নিরিখে আমির জানের মৃত্যু ১৯৫২ সনের দিকে হবার প্রমাণ মিলেছে। এদিকে D.W.3 আমির জানের মৃত্যু ১৯৫৫ সন দাবি করেছেন। আবার পি এস খতিয়ান আমিরজান কিংবা বিবি জানের নামে না হওয়ায় ইহা অনেকটায় প্রমাণিত যে আমিরজান ১৯৫৫ সন কিংবা তৎ পূর্বে যেকোন সময়ে মৃত্যুবরণ করেছিল।

৪৩) **প্রশ্ন হলো আমিরজানের পূর্বে বিবিজান মৃত্যুবরণ করেছিল কিনা ?**

প্রদর্শনী-খ(১) দৃষ্টে, পি এস ৩৪৩ নং খতিয়ানে আমির জানের ভ্রাতা ইয়াকুব আলীর পুত্র নজর আলীর নাম থাকায় প্রতীয়মান হয় যে, নজর আলী তার পিতা ইয়াকুব আলীর থেকে এবং এয়াকুব আলী উক্ত সম্পত্তি তার বোন আমির জান হতে প্রাপ্ত হয়েছিল। প্রতীয়মান হয় যে, বিবি জান, আমিরজানের জীবদ্দশায় মৃত্যুবরন করায় এয়াকুব আলী বোনের উত্তরাধিকারী হিসাবে উক্ত স্বত্ব লাভ করেছিলেন।

৪৪) সাক্ষ্য পর্যালোচনায় আরো দেখা যায়, বিবি জানের এক পুত্র ইউসুফ নবী ছাড়া ও তার আরো ০৩ কন্যা ছিল। আমির জানের স্বত্ব যদি সত্যিকার অর্থে বিবি জান প্রাপ্ত হতেন, তাহলে পি এস-৩৪৩ নং খতিয়ানে পুত্র ইউসুফ নবীর সাথে সাথে কন্যাগনেরও নাম আসত। বাদীপক্ষ ইউসুফ নবীর তিন বোন তাদের স্বত্ব ভ্রাতা ইউসুফ নবী বরাবর ত্যাগ করেছিলেন মর্মে দাবি করেছেন। পি এস খতিয়ানে বোনদের নাম না আসায় এবং ইউসুফ নবী বরাবর বোনদের স্বত্ব ত্যাগের দালিলিক প্রামান না থাকায় এরুপ অনুমান আসে যে প্রকৃত অর্থে বিবি জানের মৃত্যুতে ইউসুফ নবী গং কোন স্বত্ব লাভ করেনি। মূলত ইউসুফ নবী এবং নজর আলী উভয়ের পিতার নাম একই হওয়ায় ভুলক্রমে ইউসুফ নবীর নাম নজর আলীর নামের সাথে রেকর্ড হয়েছে বলে আমি মনে করি।

৪৫) বি এস রেকর্ড পর্যালোচনা করলে বিষয়টি আরো পরিষ্কার হয়। প্রদর্শনী- খ(৩) বি এস ৪২৫ হতে দেখা যায়, নালিশী উক্ত ৪৪ শতক ভূমি নজর আলীর পরবর্তী ওয়ারীশগনের নামে রেকর্ড হয়। উক্ত খতিয়ানে ইউসুফ নবী গং বা তাদের ওয়ারীশদের কোন নাম নেই। এক্ষেত্রে ইহা প্রমাণিত হয় যে, বিবি জানের ওয়ারীশ ইউসুফ নবী গং নালিশী আর এস ৩৫৬ খতিয়ানের ভূমিতে প্রকৃত অর্থে কোন স্বত্ব লাভ করেননি। পি এস খতিয়ানে ইউসুফ নবীর নাম ভুলক্রমে রেকর্ড হয়েছিল। বাদীপক্ষ অত্র মামলা রুজুর আগে কখনো উক্ত পি এস বা বি এস রেকর্ডের বিরুদ্ধে কোন আপত্তি বা আইনগত পদক্ষেপ গ্রহন করেছিলেন মর্মে দৃষ্ট হয়নি। ইহাতে অনুমিত হয় যে বি এস খতিয়ান শুদ্ধ মর্মে বাদীপক্ষের পূববর্তীগণ মেনে নিয়েছিলেন।

৪৬) বাদীর আরজির ৭(ক) দফা পর্যালোচনা করলে বিবি জানের মৃত্যুতে তৎ স্বত্ব যে তার ভ্রাতা এয়াকুব আলী পেয়েছেন তা আরো স্পষ্ঠ হয়।

আরজির ৭(ক) দফা ঃ

> " এয়াকুব আলী নামে আমির জানের একমাত্র ভ্রাতা ছিল। উক্ত ভ্রাতা তাহার স্বত্ব আমিরজানের কন্যা বিবিজানের পুত্র ইউসুফ আলী বরাবর ১৯/০৫/১৯৪৬ ইং তারিখে টাকার বিনিময়ে ১২ গন্ডার আন্দরে ১১ গন্ডা ভিটি বাড়ি প্রদান করিয়াছেন মর্মে একটি ঘোষনাপত্র সাক্ষীর সাক্ষাত সম্পাদন করিয়া যান।
>
> " পি এস জরিপে এয়াকুব আলীর ০২ পুত্র হিসাবে জরিপ হওয়া ভুল। আমির জানের কন্যা বিবি জানের স্বামীর নাম এয়াকুব আলী এবং আমির জানের ভ্রাতার নামও এয়াকুব আলী। কিন্তু পি এস খতিয়ানে ইউসুফ আলীর ভ্রাতা হিসাবে নজর আলীর নামে জরিপ হওয়া ভুল। নজর আলী পিতা- এয়াকুব আলী তাহার স্বত্ব ইউসুফ আলী বরাবর প্রদান করায় নজর আলীর আর কোন স্বত্ব ছিল না। তদ্রুপভাবে বি এস জরিপে নজর আলীর ওয়ারীশগনের নামে বি এস জরিপ হওয়া ভুল বটে। "

৪৭) **উপরিল্লিখিত আরজি ৭(ক) দফার ১ম প্যারা বাদীপক্ষ পরবর্তীতে সংশোধনী আনয়ন পূর্বক কর্তন করেন**। কিন্তু উক্ত দুইটি দফার বক্তব্য যদি আমরা একসাথে বিবেচনা করি তাহলে প্রতীয়মান হবে যে, বাদীপক্ষ মূলত এই দফায় ইয়াকুব আলী ও নজর আলী যে সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়েছিলেন তা প্রকারান্তরে স্বীকার করেছেন। বাদীপক্ষ উক্তরুপ বক্তব্য দ্বারা ইহা প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন যে, ১৯৪৬ সনে ইয়াকুব আলী ও পরববর্তীতে নজর আলী তাদের স্বত্ব ইউসুফ নবী বরাবর হস্তান্তর করার প্রেক্ষিতে এয়াকুব আলী ও নজর আলীর আর কোন স্বত্ব অবশিষ্ট ছিল না। যার প্রেক্ষিতে বাদীপক্ষ পি.এস খতিয়ানে ইউসুফ নবীর সাথে নজর আলীর নাম এবং বি এস খতিয়ানে নজর আলীর ওয়ারীশদের নাম আসাটা ভুল মর্মে দাবি করিয়াছেন। বাদীপক্ষ নজর আলী যে ইউসুফ নবী বরাবর স্বত্ব হস্তান্তর করেছে তার সমর্থনে কোন দালিলিক

প্রমান দেখাতে না পারলেও এরুপ স্বীকৃতি দ্বারা ইহা প্রমাণিত হয় যে, নজর আলীর পিতা এয়াকুব আলী বোন আমির জান হতে স্বত্ব লাভ করেছিলেন।

৪৮) **প্রদর্শনী- খ (৩)**, বি এস ৪২৫ নং খতিয়ান হতে দেখা যায়, নালিশী ৪৪ শতক ভূমি নজর আলীর পরবর্তী ওয়ারীশ স্ত্রী, পুত্র কন্যাদের নামে চুড়ান্তভাবে প্রচারিত আছে। বি এস খতিয়ান হতে ইহা প্রমাণিত হয় যে, ইউসুফ নবী গং বাস্তবিক অর্থে তাদের পূর্ববর্তী বিবি জান হতে কোন সম্পত্তি লাভ করেননি এবং পূর্বের পি এস খতিয়ানে নজর আলীর নামে সাথে শুধুমাত্র পিতার নামে মিল থাকায় ইউসুফ নবীর নাম ভুলক্রমে লিপি হয়েছিল। পি এস ও বি এস খতিয়ান এয়াকুব আলীর পুত্র নজর আলী ও তৎ পরবর্তী ওয়ারীশগনের নামে রেকর্ড হওয়ায় ইহা প্রমাণিত হয়েছে যে, এয়াকুব আলী নালিশী সম্পত্তি বিবিজানের মৃত্যুতে ওয়ারীশ হিসাবে প্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং ইহা সম্ভব হয়েছিল শুধুমাত্র ১৯৬১ সনের পূর্বে যে-কোন সময়ে আমিরজানের জীবদ্দশায় বিবি জানের মৃত্যু সংঘটনের কারনে।

৪৯) সার্বিক পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, আমির জান পি এস জরিপ শুরু হবার পূর্বে অর্থাত ১৯৫৬ সনের পূর্বে মৃত্যবরণ করায় মূলত পি এস খতিয়ান তার নামে হয়নি। আমির জানের কন্যা বিবি জান ১৯৬১ সনের পূর্বে মুসলিম পারিবারিক অধ্যাদেশ আইন চালু হওয়ার পূর্বে আমির জানের জীবদ্দশায় মৃত্যুবরণ করায় মোহাম্মদীয় আইনানুসারে ভ্রাতা এয়াকুব আলী তৎ স্বত্ব প্রাপ্ত হয়েছিল যার প্রেক্ষিতে পি এস খতিয়ানে এয়াকুবের পুত্র নজর আলীর নামে রেকর্ড হয় এবং পরবর্তী বি এস জরিপ নজর আলীর ওয়ারীশগণের নামে রেকর্ড হয়। যেহেতু আমির জানের স্বত্ব তৎকন্যা বিবি জান প্রাপ্ত হননি, সুতরাং বিবি জানের ওয়ারীশ হিসাবে ইউসুফ নবী এবং ইউসুফ নবীর ওয়ারীশ হিসাবে বাদীগণ নালিশী ভূমিতে কোন স্বত্ব স্বার্থ অর্জন করেনি মর্মে আমি বিবেচনা করি।

৫০) দখল বিষয়ে সাক্ষী P.W.1 ও P.W.2 একযোগে বলেছেন যে নালিশী সম্পত্তি ইউসুফ নবী হতে বাদীগণ প্রাপ্ত হয়ে পূর্ববর্তীক্রমে ভোগদখলে আছেন। তারা দাবি করেছেন যে, নালিশী ভূমিতে বাদীগনের বসতঘর, পুকুর ও বাগান আছে। তবে আধা কি.মি দূরে তাদের আরেকটি বাড়ি আছে মর্মে স্বীকার করেছেন। P.W.1 জেরাতে এ বিষয়টি স্বীকার করেছেন এবং দাবি করেছেন যে নালিশী দাগে তাদের দুই ভাইয়ের দুইটি ঘর আছে এবং তাদের অন্য ভাই অন্য জায়গায় থাকে। বাদীপক্ষ নালিশী ভূমিতে দুইটি ঘর থাকার দাবি করলে সেখানে তারা বসবাস করেন কিনা তা স্পষ্ঠ নয়। বাদীপক্ষের আরজির প্রার্থনার ক(ক) দফাতে খাস দখলের প্রার্থনা করিলেও কবে বেদখল হয়েছেন তার কোন তথ্যা আরজি বা সাক্ষ্যতে বলেননি। ইহা হতে প্রতীয়মান হয় যে, নালিশী সম্পত্তিতে তারা দখলে নেই। এদিকে বাদীপক্ষের সাক্ষী শুক্কুর আহমেদ P.W.1(1) জেরাতে স্বীকার করেছেন যে নালিশী ৪৯৮, ৪৯৯ ও ৫০০ দাগের ৪৪ শতক ভূমিতে ৫-৭ নং বিবাদীপক্ষ দখলে আছে। সুতরাং ইহা দিনের আলোর মত পরিস্কার যে, নালিশী সম্পত্তিতে প্রকৃতপক্ষে বাদীপক্ষ দখলে নেই।

৫১) অপরদিকে ৫-৭ নং বিবাদীপক্ষ দাবি করেছেন যে তারা নালিশী ৪৪ শতক সম্পত্তি নজর আলীর ওয়ারীশ হিসাবে ভোগদখলে আছেন। সাক্ষী D.W.3 জেরাতে বলেন যে তার জীবদ্দশা থেকে তারা নালিশী ভূমিতে ভোগদখলে আছেন। সাক্ষী D.W.4 বলেছেন যে নালিশী ভূমিতে ৫-৭ নং বিবাদীদের ঘর ও পুকুর রয়েছে। বাদীগণ নালিশী ভূমি দখল করেন না। P.W.1(1) জেরাতে উক্ত বিবাদীদের দখল স্বীকার করেছেন। প্রদর্শনী- খ (৩) পর্যালোচনায় দেখা যায়, নালিশী ৪৪ শতক সম্পত্তির বি এস রেকর্ড নজর আলীর পরবর্তী ওয়ারীশ অর্থাত অত্র বিবাদীদের নামে হয়। বিবাদীপক্ষ কর্তৃক দাখিলী ৯ ফর্দ খাজনার দাখিলা প্রদ- খ(২) সিরিজ প্রমান করে যে বিবাদীগণ নালিশী সম্পত্তিতে ভোগদখলে আছেন। সার্বিক বিবেচনায় নালিশী আর এস ৩৫৬ নং খতিয়ানের ৪৪ শতক ভূমিতে বাদীপক্ষের কোন স্বত্ব দখল নেই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

৫২) সার্বিক পর্যালোচনায়, বাদীপক্ষ নালিশী আর এস ৩৫৬, ৩৫৯ ও ৩৬০ খতিয়ানের মোট ৮৮ শতক সম্পত্তিতে বাদীগনের কোন স্বত্ব, দখল না থাকায় বাদীপক্ষ বাটোয়ারার প্রাথমিক ডিক্রী পাবার হকদার নন মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হলো। উক্ত প্রেক্ষিতে, বিচার্য বিষয় নম্বর ৫ ও ৬ বাদীপক্ষের প্রতিকূলে নিষ্পত্তি করা হলো।

৫৩) <u>বিচার্য বিষয় নম্বর ৭ ঃ বাদীপক্ষ প্রার্থীতমতে ডিক্রি পেতে হকদার কি না</u>

যেহেতু আরজীর তফসিল বর্ণিত নালিশী ভূমিতে বাদীপক্ষের কোন স্বত্ব ও দখল নেই মর্মে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে সেহেতু বাদীপক্ষ প্রার্থীতমতে ডিক্রি পেতে হকদার নন মর্মে আমি মনে করি। সুতরাং অত্র মোকদ্দমা খারিজযোগ্য।

প্রদত্ত কোর্ট ফি সঠিক।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

স্বত্ব ঘোষনা ও খাস দখল সহ বিভাগের ডিক্রির প্রার্থনায় আনীত অত্র মোকদ্দমা ১-৪/৫-৭ নম্বর বিবাদীগণের বিরুদ্ধে দোতরফাসূত্রে এবং অবশিষ্ট বিবাদীগণের বিরুদ্ধে একতরফাসূত্রে বিনাখরচায় খারিজ করা হলো।

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,
পটিয়া চট্টগ্রাম

(মোঃ হাসান জামান)
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,
পটিয়া, চট্টগ্রাম।